গঠনতন্ত্র

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন

অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা, বাংলাদেশ

নভেম্বর ০৫, ২০২১

প্রথম অধ্যায় ঃ সূচনা

১.১ নামকরণ ঃ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

১.২ মনোগ্রাম ও ওয়েবসাইটঃ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ) এর একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে। অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নামে একটি ওয়েবসাইট থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন টুইটার, ফেসবুক, গুগল একাউন্ট ইত্যাদি মাধ্যমে অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নামে পেইজ থাকতে পারে যা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা করবে।

১.৩ প্রতিষ্ঠাকাল ঃ নভেম্বর ০৫, ২০২১ (অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় এর এই তারিখকে প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে গণ্য করা হয়।)

১.৪ কার্যালয় ঃ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ) এর একটি নিজস্ব অফিস বা কার্যালয় থাকবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসোসিয়েশনের স্থায়ী কার্যালয় হবে। বর্তমান ঠিকানা ঃ ইএস ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা। প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী পরিষদ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার যে কোন স্থানে এসোসিয়েশনের লিয়াজোঁ অফিস করতে পারবে। কার্যালয় পরিবর্তনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ সংগঠনসমূহকে তা অবহিত করতে হবে।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমুহ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে ঃ

(১) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স (পরিবেশ বিজ্ঞান) ডিসিপ্লিন থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ সদস্যদের (অ্যালামনাই এসোসিয়েশন এর সদস্যদের) পেশাদারী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় কাজ করা, এসোসিয়েশনের সদস্যগণের পেশাগত মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

(২) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরি করা, একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনপূর্বক সবার মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বজায় রাখা।

(৩) এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, ও প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৪) এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণার সহযোগিতা করা।

(৫) এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কেউ পেশাগত, সামাজিক বা স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে তাঁর সার্বিক সাহায্যে যথাসম্ভব এগিয়ে আসা, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান ও উচ্চ শিক্ষার্থে সহযোগিতা করা।

(৬) এসোসিয়েশনের সদস্যদের চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা।

(৭) জাতীয় দুর্যোগ/পরিবেশ বিপর্যয় এবং দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে কাজ করার জন্য জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৮) জাতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করা এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন/রাখছেন এমন সদস্য/সদস্যদেও ও এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৯) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(১০) ইএস ডিসিপিস্নন এর শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নে সহযোগিতা করা ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা, যেমন ঃ নিয়মিত বুলেটিন সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

(১১) অ্যালামনাই পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ, সামাজিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(১২) উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসূমহ অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা। যেমন- প্রতি বছর এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে ইএস ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের জন্যে বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এসোসিয়েশনের সদস্য

২.১ এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন থেকে যে কোন ডিগ্রীপ্রাপ্ত (বিএসসি, এমএমসি ও পিএইচডি) সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থী অ্যাসোসিয়েসনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য হতে পারবেন। তবে প্রাক্তন এমএমসি ও পিএইচডি শিক্ষার্থীরা (খুলনা বিশ্বাবিদ্যালয় এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন থেকে যারা বিএসসি ডিগ্রীপ্রাপ্ত নন) কার্যনির্বাহী পরিষদ কমিটিতে থাকতে পারবেন না।

২.২ সদস্যভুক্তির নিয়মাবলী ঃ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের বিধি ও নিয়মাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে আবেদন করতে হবে, তবে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক আবেদন অনুমোদিত হলেই আবেদনকারী এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। শর্ত থাকে যে কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২.২ .১ সদস্য ঃ এসোসিয়েশনের সদস্যগণের কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

ক. আজীবন সদস্য ঃ এককালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) এসোসিয়েশনের তহবিলে জমাদানের মাধ্যমে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। আজীবন সদস্যগণ সাধারণ সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাঁদেরকে বাৎসরিক আর কোন চাঁদা দিতে হবে না। আজীবন সদস্য নম্বর সদস্যপদ গ্রহণের তারিখের ক্রমানুসারে হবে। কোন আজীবন সদস্য ইন্তেকাল করলে, ইন্তেকালের তারিখসহ তাঁর নাম ও সদস্য নম্বর থেকে যাবে, কিন্তু ভোটার নম্বর এবং বর্তমান ঠিকানা থাকবে না।

খ. সাধারণ সদস্য ঃ প্রতি বৎসর ১০০০/- (এক হাজার টাকা) এসোসিয়েশনের তহবিলে জমা প্রদানের মাধ্যমে সাধারন সদস্য হতে পারবেন। তবে অনার্স ডিগ্রী প্রাপ্তির তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সাধারণ সদস্যের বাৎসরিক ফি ৫০০ টাকা (পাঁচশত টাকা) হবে। সাধারণ সদস্যগণ সাধারণ পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। বাৎসরিক চাঁদা পরিশোধ ব্যতিরেকে বার্ষিক সভায়/ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ/ ভোট প্রদান করা যাবে না। সদস্য নম্বর সদস্যপদ গ্রহণের তারিখ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

গ. দাতা সদস্য ঃ সদস্যদের (সাধারণ, আজীবন ও সহযোগী) মধ্য হতে এককালীন ন্যূনতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) স্থায়ী প্রদানের মাধ্যমে দাতা সদস্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন।

ঘ. সহযোগী সদস্য ঃ খুলনা বিশ্বাবিদ্যালয় এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু ডিসিপ্লিনের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন/ছিলেন এমন শিক্ষকগণ ও প্রাক্তন

এমএমসি বা পিএইচডি শিক্ষার্থীরা এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) অ্যাসোসিয়েসনের তহবিলে জমাদানের মাধ্যমে সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। তবে সহযোগী সদস্যগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ/ ভোট প্রদান করা / কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।

২.৩ সদস্য পদ বাতিল/ সাময়িক বাতিল ঃ

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হবে ঃ

ক . যদি কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চান তাহলে ঐ সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র সভাপতি বরাবর পাঠাতে হবে। তবে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। এ বিষয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

খ . সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে সদস্য ফি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরপর তিন বছর পরিশোধে ব্যর্থ হন।

গ . যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন অথবা আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

ঘ . কোন সদস্য সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কার্য কলাপ করেছে/করছে বলে অন্য কোন সদস্য লিখিত অভিযোগ প্রদান করলে অথবা কার্যনির্বাহী কমিটি স্বতপ্রনোদিতভাবে কার্যনির্বাহী কমিটি দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবে। কার্যনির্বাহী কমিটি পরবর্তী সাধারন অথবা জরুরী সভায় বিষয়টি উত্থাপন করবে। সাধারণ সভায় প্রাথমিক আলোচনাপূর্বক উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠনপূর্বক তদন্ত কমিটি গঠন করবে। তদন্ত কমিটি তার প্রতিবেদন পরবর্তী সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। অভিযোগ প্রমাণিত অথবা অপ্রমাণিত হলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যথাক্রমে সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল অথবা সাময়িক স্থগিতাদেশ রহিত করতে পারবে। তবে অভিযুক্ত প্রমাণিত ব্যক্তি আপিল করার সুযোগ পাবে।

২.৪ পুনঃ সদস্যভুক্তি ঃ

একবার সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িক ভাবে বাতিল হলে তা পুনর্বহালের ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের থাকবে, যা পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে থাকবে। কার্যনির্বাহী কমিটির শর্তপূরণ সাপেক্ষে এবং সদস্যপদ পুনর্বাহালের অবেদন করলে কার্যনির্বাহী কমিটি তা বিবেচনা করতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ সংগঠনের তিন স্র বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরুপঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ

৩. ১ (ক) সাধারণ পরিষদ গঠন, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সভা আহ্বান ঃ

- সাধারণ পরিষদ এসোসিয়েশনের সকল সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।
- সাধারণ পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্ধন, কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন/পূনর্গঠন/ বাতিল এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের বাজেট ও অডিট রিপোর্ট অনুমোদন ক্ষমতার অধিকারী।
- এসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ পরিষদ কার্যকরী থাকবে।

৩. ১ (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো ঃ

(১) এসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সদস্যগণই কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হবেন। এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ ২৫ (পঁচিশ) সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এসোসিয়েশন পরিচালনায় কার্যনির্বাহী পরিষদ সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন হবে নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি	১জন
সহসভাপতি	২ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
দপ্তর সম্পাদক	১জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১জন
লিয়াজোঁ ও জনসংযোগ সম্পাদক	১ জন

ক্রীড়া সম্পাদক ১জন

সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১জন

পরিবেশ, দুর্যোগ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ১জন

তথ্য ও প্রযুক্তি, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ১জন

নারী বিষয়ক সম্পাদক ১জন

আইন বিষয়ক সম্পাদক ১জন

কার্যকরী সদস্য ১০ জন

(৩) গঠনের তারিখ হতে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে দুই বছর। সাধারণতঃ এই সময়কাল ইংরেজী বর্ষপুঞ্জী অনুযায়ী (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) সম্পন্ন করা হবে।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা কোরাম গন্য হবে ও সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের ভোটে গৃহীত হবে।

(৫) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক এক নাগাড়ে দইবার বা চার বছরের বেশী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

(৬) পদাধিকার বলে সদ্য বিদায়ী ইএসডিএএ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক (যদি তারা ইচ্ছুক থাকেন) নবগঠিত কমিটিতে সদস্য পদে বহাল হবেন।

৩. ১ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ সর্বোচ্চ ৫ জনকে নিয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে পারেন শুধুমাত্র খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ – যেমনঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইএস ডিসিপ্লিনের প্রধান, জীব বিজ্ঞান স্কুলের ডীন, ছাত্র বিষয়ক পরিচালক, ইএস ডিসিপ্লিনের সিনিয়র প্রফেসর, ইএসডিএএ – এর সাবেক সভাপতি। ইএস ডিসিপ্লিন প্রধান পদাধিকারবলে উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ সময়ে সময়ে উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। সভাপতির আমন্ত্রনে যে কোন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং কার্যকরি ভূমিকা রাখবেন। তবে, সভার কোন প্রস্তাবের উপর ভোটের ক্ষেত্রে ভোটদানে বিরত থাকবেন। উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যগণ কোন নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবে না। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত হস্তান্তর বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। এসোসিয়েশনের সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন এবং সভাপতিকে সার্বিকভাবে উপদেশ প্রদান করবেন।

৩.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

- এসোসিয়েশনের সকল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে।
- কার্যনির্বাহী পরিষদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।
- এসোসিয়েশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে ও গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখ্যা করবে। গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমন সব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী নয় অথচ স্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।
- কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। উপ-কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে যেকোন একজন চেয়ারম্যান/আহ্বায়ক হবেন এবং একজন সদস্য কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করবেন। গঠিত কমিটি শুধুমাত্র নির্ধারিত বিষয়াবলীর জন্যই কাজ করবে।
- পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কার্যকরী সদস্যের পদ শূন্য হলে উক্ত অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ তিন জনকে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং উক্ত পরিষদের মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। কার্যকরী সদস্য ব্যতীত কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য কোন নির্বাহী সদস্য (যেমন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্যান্য সম্পাদক পদসমূহ) -এর পদ শূন্য হলে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। তবে যদি বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ তিন মাসের কম থাকে তবে এইসকল পদেও সর্বোচ্চ তিন জনকে কো-অপ্ট করা যাবে। নতুন সদস্যগণ বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবেন।
- এসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়োগের শর্তাদি অনুমোদন, সকল নতুন সদস্যদের আবেদনপত্র বিবেচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন করবে।
- প্রবেশ ফি এবং সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের প্রদেয় চাঁদার হার কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত হবে।
- এসোসিয়েশনের নির্বাচনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।
- এসোসিয়েশন সাধরণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও জরুরী সাধারণ সভার সময় তারিখ, স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করবে। বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা ইমেইল এর মাধ্যমে সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান করা যাবে।

- নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পর পর দুই বারের বেশী নির্বাচন করতে পারবেন না। কমপক্ষে পরবর্তী এক মেয়াদ (২ বছর) অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। প্রতি দুই বছর অন্তর এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ২১ দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে অডিট ও ইনভেন্টরিসহ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

৩.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ঃ

(১) **সভাপতি ঃ** সভাপতি এই এসোসিয়েশনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ও অন্যান্য সভায়/আনুষ্ঠানিকতায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার প্রস্তাবাবলী ও সিদ্ধান্তবলী অনুমোদন করবেন। এসোসিয়েশনের স্বার্থে পত্র-পত্রিকায়, সংবাদপত্রে কিংবা মিডিয়ায় এককভাবে কিংবা সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে বিবৃতি/সাক্ষাতকার প্রদান করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদককে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা আহ্বান করতে অনুরোধ করবেন। সাধারণ সম্পাদক কোনো কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সভা আহ্বান না করলে সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করতে পারবেন কিংবা সাংগঠনিক সম্পাদকগণকে দিয়ে সভা আহ্বান করতে পারবেন। কোন সভায় প্রস্তাব/ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি তা প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্টের মতানুযায়ী নিস্পত্তি করবেন, পক্ষে-বিপক্ষে ভোট সমান সংখ্যক হলে সভাপতি উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা-উপধারা ব্যাখ্যা করে রুলিং প্রদান এবং বিশেষ প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করণের পরামর্শ দিবেন।

(২) **সহ-সভাপতি ঃ** তিনি সভাপতির সার্বিক কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে অথবা মেয়াদপূর্তির আগে কোন কারণে সভাপতির পদ শূণ্য হলে ১নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ২ নং সহসভাপতি ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যকে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সহ-সভাপতিগণ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করবেন।

(৩) **সাধারণ সম্পাদক ঃ** এসোসিয়েশনের সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ

করবেন। সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করবেন। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট/রিটার্ণ দাখিল করবেন, কমিটির অনুমোদনক্রমে এসোসিয়েশনের পক্ষে মামলা মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সাত দিনের নোটিশে কিংবা প্রয়োজনুসারে জরুরী অন্যান্য সভাসহ কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভা আহবান করবেন। এসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে লিয়াজোঁ ও জনসংযোগ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

(৪) **অর্থ সম্পাদক ঃ** এসোসিয়েশনের বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ, ক্যাশবই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। চাঁদা আদায়ের রসিদ বই, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার বই, চেক বই, এসোসিয়েশনের সকল প্রকার হিসাবপত্র, বিল ভাউচার ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাগজপত্র তার তত্ত্বাবধানে থাকবে। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করবেন। সাধারণ সম্পাদকের জ্ঞাতসারে তিনি সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন ও ব্যয় করতে পারবেন।

(৫) **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** সাংগঠনিক সম্পাদক এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক যাবতীয় কাজে সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখিবেন এবং এসোসিয়েশনের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) **দপ্তর সম্পাদক ঃ** দাপ্তরিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং এসোসিয়েশনের সভার কার্যবিবরণী বহি, নোটিশ বহিসহ সকল রেজিষ্ট্রার (ক্যাশ বই ব্যতীত) সংরক্ষণ করবেন। তিনি এসোসিয়েশনের যাবতীয় দলিল পত্র, ফাইল, সম্পত্তি ইত্যাদির সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

(৭) **প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ** এসোসিয়েশনের সার্বিক কর্মকান্ডের ও কর্মসূচির প্রয়োজনীয় প্রচার, পূনর্মিলনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভ্যেনীর বা বুকলেট, সাময়িকী/ মুখপত্র, গবেষণা ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করাসহ এসোসিয়েশনের ও সদস্যদের তথ্যসমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত, নিয়মিত হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করবেন।

(৮) **লিয়াজোঁ ও জনসংযোগ সম্পাদক ঃ** এসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন, বিশেষ করে দেশে ও বিদেশে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অ্যালামনাইদের মধ্যে অত্র এসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য

ও চলতি কর্মসূচীসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। তিনি এসোসিয়েশনের অনুকুলে সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। লিয়াজোঁ ও জনসংযোগ সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন টুইটার, ফেসবুক, গুগল একাউন্ট প্রভৃতিতে অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নামে খোলা পেইজ নিয়মিত প্রচার ও হালনাগাদ করবেন।

(৯) **ক্রীড়া সম্পাদক ঃ** এসোসিয়েশনের পক্ষে যাবতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন বাস্তবায়ন করবেন এবং সংগঠনের ক্রীড়ার উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ সভায় পেশ করবেন।

(১০) **সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ** এসোসিয়েশনের পক্ষে সামায়িকী/ মুখপত্র ইত্যাদি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন। এসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, বার্ষিক পুনর্মিলনী বা বার্ষিক সাধারণ সভাসহ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন। এসোসিয়েশনের পক্ষে যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সংগঠনের গৃহীত বিভিন্ন বিনোদনমলূক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন।

(১১) **পরিবেশ, দর্যোগ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ** বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমণ দিবসসহ পরিবেশ ও দুর্যোগ বিষয়ক অন্যান্য দিবসে এসোসিয়েশনের পক্ষে বিবৃতি প্রদান ও অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবেন। এসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গৃহীত কর্মসূচির আলোকে সমাজসেবামূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

(১২) **আইন বিষয়ক সম্পাদক ঃ** সংগঠনের আইন বিভাগ পরিচালনা করবেন। সংগঠনের সদস্যগণ গঠনতন্ত্র মেনে চলছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সংগঠন কোন আইন সংক্রান্ত নোটিশ পেলে তার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করবেন এবং সে বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ কি হবে তা সভাপতিকে অবহিত করবেন।

(১৩) **তথ্য ও প্রযুক্তি, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ঃ** তথ্য ও প্রযুক্তি, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক দেশ-বিদেশের পরিবেশ খাতে প্রকৌশল ও প্রযুক্তির অগ্রগতি/আবিষ্কারের হালনাগাদ অবস্থা নিয়ে কাজ করবেন। পরিবেশ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এসোসিয়েশন, সংগঠন এবং শিক্ষা ও গবেষণা এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপর্বূক সেগুলো সংরক্ষণ করবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদান সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বিভাগীয় ও ব্যক্তিবর্গের কর্মযজ্ঞ ও তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক তা সংরক্ষণ করবেন। পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা ও উচ্চ শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা পালন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

(১৪) **নারী বিষয়ক সম্পাদক ঃ** নারী বিষয়ক সম্পাদক এসোসিয়েশনের নারী সদস্যগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন পেশায় নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কাজ করবেন। নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপসহ বিভিন্ন হয়রানী ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবেন। নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। হতদরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেয়েদের বিবাহ, কর্মসংস্থান ও পূনর্বাসনে সহায়তা প্রদানে কাজ করবেন। পরিবেশের ক্ষেত্রে অগ্রণী নারী ব্যাক্তিত্বদের তথ্যাবলী সংগ্রহ/সংরক্ষণ করবেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সমমনা নারী গ্র্যাজুয়েটগণদের এসোসিয়েশনের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

(১৫) **কার্যকরী সদস্য ঃ** সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা, সংগঠনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালন করবেন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন

৪.১ নির্বাচন কমিশন গঠন ঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারন সভা আহবান করবেন। নির্বাচন কমিশন সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যদের কণ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবে। নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন।

খ) যেহেতু প্রথমবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেহেতু নির্বাচন কমিশন প্রথমবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৯০ (নব্বই) দিন সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। পরবর্তী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ৬০ (ষাট) দিন সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন।

গ) দৈব- দুর্বিপাক বা জরুরী পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করা গেলে, নির্বাচন কমিশন এবং উপদেষ্টা পরিষদ একত্রে উদ্যোগ নিয়ে একটি সাধারণ সভা আহবান করবেন। উক্ত সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে কণ্ঠ ভোটে প্রস্তাবের মাধ্যমে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে, যারা পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন।

৪.১ ক) নির্বাচন কমিশন ঃ

সাধারন সভায় মনোনীত ৩ (তিন) সদস্যের নির্বাচন কমিশন এসোসিয়েশনের নির্বাচন পরিচালনা করবেন ঃ (ক) চেয়ারম্যান ১ জন (খ) সদস্য ২ জন। সংগঠনের ভোট প্রদানের যোগ্য সদস্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হতে পারবেন তবে কোন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বা কমিটিতে কো-অপ্ট করা সদস্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হতে পারবেন না।

প্রথমবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা তিন জনের পরিবর্তে প্রয়োজনে ৫ (পাঁচ) জন করা যেতে পারে, যাতে বাড়তি দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়। তবে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন) জন থাকবে।

৪.১. খ) নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ঃ

নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগঠনের নির্বাচন পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রাশাসনিক ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে গুরুতর শৃংখলাভঙ্গ বা তজ্জনিত কারণে

যেকোন মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা এবং যেকোন ব্যালট পেপার বাতিল করতে পারেন। কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে একজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট আপীল করতে পারবেন, যিনি নিস্পত্তির জন্য বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে উত্থাপন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদের নির্বাচন বা নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন বিতর্ক দেখা দিলে সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাই হবে চূড়ান্ত এবং পালনীয়।

প্রথমবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে নিম্নলখিত কাজ করবেঃ

- সদস্য নিবন্ধন ও সদস্য ফি সংগ্রহ করা
- অনলাইন ভোট এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন - সফটওয়্যার ক্রয়, পরিচালনা)
- সাময়িকভাবে সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণ, নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪.১. গ) ভোটার ঃ

নির্বাচনের অন্যূন ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে সদস্যপদ অর্জন করেছেন এবং সকল চাঁদা পরিশোধ করেছেন এমন সকল সাধারণ সদস্য ভোটার বলে গণ্য হবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের নোটিশ দিবেন এবং ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। নিবাচনী তফসিল ঘোষনার পর যারা সদস্য হবেন তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৪.১. ঘ) মনোনয়ন ঃ

এসোসিয়েশনের সকল সাধারণ সদস্য ভোটার হিসাবে গন্য হবেন। তবে আসন্ন নির্বাচনের অন্তত ০৩ মাস পূর্বে যাহারা এসোসিয়েশনের সদস্যভূক্ত হবেন, কেবল তারাই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোন প্রার্থী তার প্রস্তাবক ও সমর্থকের সাক্ষরসহ নির্ধারিত ফর্মে মনোনয়ন পত্র পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন। সকল প্রার্থীকে সংগঠনের নামে নগদ, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট মারফত নির্বাচন কমিশন কতৃক নিধারিত টাকা জামানত হিসাবে জমা দিবেন যা অফেরতযোগ্য।

৪.১. ঙ) ব্যালট ও ভোট গ্রহণ ঃ

নির্বাচন কমিশন ব্যালট অথবা অনলাইনে ভোটের ব্যাবস্থা করতে পারবে। নির্বাচন আরম্ভ হবার উপযুক্ত সময় পূর্বে নির্বাচন কমিশন অনলাইনে ভোটের ওয়েবসাইট সকল ভোটারকে সরবরাহ করবেন অথবা সশরীরে উপস্থিত ভোটের ক্ষেত্রে ব্যালট পেপার সরবরাহ করবেন। একজন ভোটার কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতি পদের জন্য সর্বোচ্চ একটি ভোট প্রদান করতে পারবেন। নির্বাচনের দিনই প্রার্থী বা তার প্রতিনিধির সম্মুখে অনলাইনে বা ব্যালট পেপারে গৃহীত ভোট গণনা এবং ফলাফল

প্রকাশ করা হবে। অনলাইন বা পেপার ব্যালটে ভোটের ক্ষেত্রে ২-৩ সদস্যের নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪.২. কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন ঃ

৪.২ ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ঃ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। নির্বাচনী তফসিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকতে হবে ঃ

(১) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

(২) খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি

(৩) চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

(৪) মনোয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেয়ার তারিখ ও সময়

(৫) খসড়া প্রার্থীতা তালিকা প্রকাশ

(৬) খসড়া প্রার্থীতা তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণ ও শুনানী

(৭) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহরের শেষ সময়

(৮) চুড়ান্ত প্রার্থীতা তালিকা প্রকাশ

(৯) নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ এবং সময়

৪.২ খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন বিধানাবলী ঃ

১. চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় কোন পদের/ পদসমূহের জন্য একাধিক প্রার্থী থাকলে কেবলমাত্র সে সকল পদে/পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. সদস্য পদে কখনও প্রার্থী সংখ্যা কম থাকার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না হলে প্রাথীদের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ ভর্তির জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী সদস্যদের ক্রম নির্ধারিত হবে। কোন পদে সমসংখ্যক ভোট হলে নির্বাচন কমিশন লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩. যদি কোন কারণে কোন পদে/পদসমূহে প্রার্থী না থাকে তবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়া বাকী পদসমূহ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী সময়ে কো-অপ্শনের মাধ্যমে পূরণ করবে, তবে এ সংখ্যা কার্যনির্বাহী পরিষদের মোট পদ সংখ্যার

এক-তৃতীয়াংশের বেশী হতে পারবে না। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবশ্যই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে।

৪. কোন সদস্য পর পর দুই মেয়াদ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অর্থাৎ পরম্পরায় তৃতীয় মেয়াদের জন্য একই পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে এক মেয়াদ বিরতি দিয়ে পরে আবার একই পদে প্রার্থী হতে বাধা থাকবে না।

৫. কোন প্রার্থী একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৬. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিধারিত মনোনয়ন ফি (অফেরতযোগ্য) নগদ জমা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে। যে কোন সদস্য চুড়ান্ত ভোটার তালিকার কপি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিধারিত অর্থ পরিশোধপূর্বক সংগ্রহ করতে পারবেন।

৭. মনোনয়নপত্র দাখিল করতে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একজন ভোটারের প্রস্তাব এবং অন্য একজন ভোটারের সমর্থন থাকতে হবে।

৮. মনোনয়নপত্র দাখিলের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীগণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করবেন। খসড়া প্রার্থীতা তালিকা প্রকাশের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রার্থীতার উপর আপত্তি (যদি থাকে) নির্বাচন কমিশনে পেশ করা যাবে। অতঃপর পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে চূড়ান্ত প্রার্থীতা তালিকা প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত প্রার্থীতা তালিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৯. যদি কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায় কিংবা কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদে নির্বাচন করা সম্ভব না হয় তবে ৪.১ (গ) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন বিধানাবলী কিংবা নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়ে সৃষ্ট অস্পষ্ঠতা কিংবা বিরোধ কিংবা বির্তকের উপর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এসোসিয়েশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৫. **আর্থিক ব্যাবস্থাপনাঃ** এসোসিয়েশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন, হস্তান্তর, বিনিময় এবং সংগৃহীত অর্থের বিনিয়োগ ও ব্যবহারের জন্য একটি তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা হবে।

তহবিল সমূহ ঃ বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার হইতে অনুদান নিয়ে এসোসিয়েশনের

তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা হবে। এই তহবিলের অর্থ কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন তফসিলী ব্যাংক অথবা ব্যংকসমূহে রাখবেন। তবে, বার্ষিক সাধারণ সভায় এই সমস্ত তহবিলের অবস্থান অবহিত করতে হবে।

৫.ক) তহবিল উৎস ঃ সংগঠন তার কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত যেকোনো উপায়ে বা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে অন্য কোন আইন সম্মত উপায়ে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবেঃ

(১) সদস্যদের চাঁদা ও অধিভূক্ত সংস্থা সমূহের চাঁদা।

(২) সরকারের প্রতি আবেদনের মাধ্যমে ।

(৩) আইনগতভাবে বৈধ যে কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ।

(৪) খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দর্শনীর বিনিময়ে সামাজিকভাবে

অনুমোদিত অন্যান্য সৃজনশীল বিনোদন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে।

(৫) বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সাময়িকী, সংবাদপত্র প্রকাশনা ও উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে।

৫. খ) তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ সংগঠনের সকল তহবিল ও সম্পত্তি সংগঠনের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে ট্রাষ্ট হিসাবে ন্যস্ত থাকবে।

৫. গ) হিসাব ঃ

(১) সংগঠনের তহবিল কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত তফশিলী ব্যাংকে সংগঠনের নামে সঞ্চয়ী, চলতি অথবা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা থাকবে।

(২) এরূপ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের নিম্নলিখিত যে কোন তিনজন সদস্য যৌথভাবে পরিচালনা করবেন ঃ (ক) সভাপতি (খ) সাধারণ সম্পাদক (গ) কোষাধ্যক্ষ (অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক সিগনেটরী হিসেবে বিবেচ্য হবেন)

(৩) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এক সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে নগদ টাকা ৳৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র এর বেশী রাখতে পারবেন না।

(৪) সংগঠনের পক্ষে বার্ষিক অনুমোদিত বাজেট হতে যে কোন প্রয়োজনে ব্যয়ের মঞ্জুরী ক্ষমতা হবে নিম্নরূপ ঃ (ক) সাধারণ পরিষদ ঃ যে কোন পরিমাণ। (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদঃ ৳৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা) মাত্র।

৫. ঘ) ব্যয় নির্ধারণ করার পদ্ধতি ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ বিস্তারিত ব্যয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংগঠনের সাধারণ তহবিল নিম্নলিখিত খাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে না ঃ

(১) কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় অথবা হিসাব নিরীক্ষাসহ প্রসাশনিক কাজের জন্য ব্যয়।

(২) সংগঠন বা সংগঠনের কোন সদস্য কোন মামলার বাদী বা বিবাদী হওয়ার কারনে সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইনগত পদক্ষেপের অনুকূলে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনার্থে বা অধিকার রক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজের জন্য এই ধরনের মামলা পরিচালনার প্রয়োজন হলে। তবে এই ধরনের মামলার ব্যয়ের জন্য সাধারন সভায় পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

(৩) সংগঠনের অফিস, ক্লাব ও গ্রন্থাগারের জন্য সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন ক্রয় করার জন্য।

(৪) সংগঠনের কোন সদস্য সংগঠনের কোন দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যয় করলে তা পরিশোধের জন্য।

(৫) গঠনতন্ে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয় করলে।

৫. ঙ) বৈদেশিক সাহায্য/ অনুদান বিষয়ক ঃ

সংগঠন কর্তৃক বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিফলন ঘটবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের পর সংগঠনটি যেকোনো একটি তফশিলী ব্যাংকে একটি মাত্র হিসাব পরিচালনা করবে।

৫. চ) ঋণ পরিশোধ ঃ

সংগঠন/এসোসিয়েশন কখনোই ব্যাংক, সরকার বা ব্যাক্তিবিশেষের কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করবে না। তবে সংগঠন/এসোসিয়েশন বিশেষ প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন সদস্যসের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বহন করবে।

৫. ছ) অডিট ঃ

১) সংগঠনের আয় ব্যয় নিরীক্ষার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট অভ্যান্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করবেন।

২) প্রয়োজনে প্রতি এক বৎসর পর পর সংগঠনের সকল আয় ও ব্যয় সরকার অনুমোদিত কোন অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করতে হবে।

৩) বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন সাধারন পরিষদের নিকট সাধারন সভায় দাখিল করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ পরিষদসমূহের সভা ও বিবিধ

৬.১ সভা অনুষ্ঠান (সাধারণ পরিষদ)

ক. বার্ষিক সাধারণ সভা কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশে আহ্বান করতে হবে। সাধারন সম্পাদক সদস্যদের নিকট পত্র/ই-মেইল/ জাতীয় দৈনিক পত্রিকা/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। তবে কোন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি, সাধারণ পরিষদের সভা যে কোন সময়ের নোটিশে আহ্বান করার জন্য সাধারন সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন। তবে ৭ (সাত) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই জরুরী সাধারণ সভা করা যাবে।

খ . কোন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপনের জন্য কোন প্রস্তাব দিতে চাইলে তা উক্ত সভার নির্ধারিত দিনের অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাঠাতে হবে।

গ. বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা তথা কোরাম এক-তৃতীয়াংশ, সদস্যদের মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হন এবং অন্য কোন ঘোষণা না থাকে, উক্ত সাধারণ পরিষদের সভা মূলতবী বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ পরিষদ এর সভায় অংশগ্রহণ এর জন্য সাধারণ পরিষদ থেকে কমপক্ষে পাঁচদিন পূর্বে সদস্যদের তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

ঘ . স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে বা জরুরী প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরী সাধারণ সভা ডাকতে পারবেন।

ঙ. সাধারণ সম্পাদক সকল সভার বিজ্ঞপ্তি দিবেন। তবে যে কোন জরুরী সভা বা সভাপতির পারামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কোন সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা ডাকতে পারবেন। সাধারণ সভায় এসোসিয়েশনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে, তবে সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে মূলতবী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক্ষেত্রে সভার বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে। গঠনতন্ত্র সংশোধন বা বিলুপ্তির কোন প্রস্তাব মূলতবী সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

৬.২ সভা অনুষ্ঠান (কার্যনির্বাহী পরিষদ) ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি বছর অনুন্য তিনটি অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী পরিষদের অতিরিক্ত জরুরী সভাও ডাকা হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যে কোন সময় বর্ধিত সভার আয়োজন করতে পারবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের জন্য দুই- তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

৬.৩ গঠনতন্ত্রের সংশোধন

গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব কেবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদ উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিশেষ সভায় গৃহীত হবে। কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিবেচিত হবে এবং পরবর্তীতে বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপিত হবে। গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের উপর এসোসিয়াশনের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়ংশ সদস্যের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হবে।

৬.৪ বিলুপ্তি ঃ যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংগঠনের মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান, তবে যথানিয়মে এসোসিয়েশনের বিলুপ্তির পস্তাব সাধারণ পরিষদে পেশ করা হবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার পর এসোসিয়েশনের বিলুপ্তি হইবে। বিলুপ্তিকালে সংগঠনের কোন দায়-দেনা থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

৬.৫ বিলুপ্ত এসোসিয়েশনের সম্পত্তি ঃ

এসোসিয়েশন বিলুপ্ত হলে, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত না থাকলে অত্র এসোসিয়েশনের সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনের এর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

৬.৬ আহবায়ক কমিটির কার্যাবলীর অনুমোদন/দায়মুক্তি ঃ

গঠনতন্ত্রে যা কিছু বলা থাকুক না কেন, গঠনতন্ত্র অনুমোদনের পূর্বে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইএসডিএএ), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আহবায়ক কমিটির সকল কার্যক্রম বিধিসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৬.৭ নিভর্রযোগ্য পাঠ ঃ

বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নিভর্রযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নিভর্রযোগ্য পাঠ থাকবে এবং উভয় পাঠ নিভর্রযোগ্য বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।